ছায়া কুশীলব

বিশ্বনাথ মাঝি

কবি বিশ্বনাথ মাঝির কবিতা এক প্রবীণ কবিচেতনার কাব্যময় ভাষ্য, অমোঘ কাব্যচৈতন্যের বাণীরূপ।

কবি বিশ্বনাথ মাঝির
পূর্ব-প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

নিরবধি মধুমিতা
চিত্রার্পিত
নিজস্ব শাঁখ বেজে উঠুক
কার কাছে যাই
মানুষের নাম ধরে
দুঃখগুলো অরণ্য যখন
তোকে ছুঁলে জানি তো হৃদয়
মাটির কাছে নত হলে
হারানো গল্পের ভিতর
যেখানে মন বড়ই কৃপণ

ISBN 978-81-968340-4-3

কবি বিশ্বনাথ মাঝি

অবশেষ দাস

বহুমুখী সৃজন প্রতিভার অধিকারী কবি বিশ্বনাথ মাঝি। তাঁর জীবনচর্যায় জড়ত্ব বলে কিছু নেই। যতি কমা ছেদ শূণ্য এক জীবন-জ্যোৎস্নার কবি। প্রায় তিন দশক ধরে দেখে আসছি তিনি একজন দক্ষ সংগঠক। 'এখন খোলা হাওয়া' পত্রিকার তুখোড় সম্পাদক। শিশু ও কিশোর সাহিত্য বিষয়ক একটি পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় নবতম সংযোজন। বেশ কয়েকটি সংকলন গ্রন্থেও তাঁর সম্পাদন অভিভাবকত্ব রয়েছে। তাঁর হাতের লেখা স্থাপত্য শিল্পের মতো আকর্ষক। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি অনুবাদ কাজেও তাঁর সৃজন ও মনোযোগ যথেষ্ট কৃপণদের কাছ থেকেও প্রশংসা আদায় করেছে। তিনি প্রধানত কবি। মাটির ভাষা ও দ্যোতনা তিনি খুব গভীরভাবে পড়তে পারেন। মানুষের বুকের উত্তাপে প্রতিমুহূর্তে তিনি জেগে থাকতে চান। এমন জীবনবিলাসী অকৃপণ হৃদয়ের কবি বাংলা কাব্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন বলে জানা নেই। তবুও তিনি স্বল্পালোচিত অনালোকিত এক কবি। কিন্তু তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ আশ্চর্য রকমভাবে আলোকিত। বিস্ময়ে আবিষ্ট করে সচেতন পাঠককে। ঘোরলাগা ভালোলাগা জীবনের এক বিস্ময় বন্দরে গিয়ে দাঁড়ায়। কবিতার বাতিঘরে তিনি একজন সার্থক কবি।

প্রাচীন বৃক্ষের মতো তিনি নিজের কবিতায় ধ্যানমগ্ন। কবিতাকে আশ্রয়ের শেষবিন্দু করে আপন খেয়ালে তিনি এগিয়ে চলেছেন। কঠিন ব্যাধি থেকে আরোগ্যে ফেরানোর জন্যে তাঁর কবিতা সিদ্ধহস্ত। প্রায় চার দশক আগে তিনি লিখেছিলেন 'মানুষের নাম ধরে' কাব্যগ্রন্থ। সময়ের হাত কতকিছুই তো পারাপার হয়ে গেল। এতকাল পরেও তিনি মানুষের কাছে নতজানু। জীবন দেবতার পূজারী। দশম কাব্যগ্রন্থের পরিখা পেরিয়ে তাঁর একাদশ কাব্যগ্রন্থ 'ছায়া কুশীলব'।

একটা দূরপাল্লার কাব্যমানস কোনও একদিন অনিঃশেষ গন্তব্যে যাত্রা শুরু করেছিল। আজ একটি মণিমুক্তা শোভিত বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছে বলে নির্ভয়ে দাবি করা যায়। তাঁর কবিতার পংক্তি কখনও বাণীর মতো শোনায় না। বরং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলে ওঠে। হয়তোবা সাবেক প্রেমিকার মতো কবির চলবার পথে জ্যোৎস্নার মাদুর বিছিয়ে দেয়। হয়তোবা দেশমাতা সাবালক কবিকে আরও কিছুদিন শক্ত হাতে কলম ধরে থাকতে আদেশ করে। আঁতুরঘরের ছোঁয়াচে আদর থেকে কবির কলম আজ জীবনযুদ্ধে তরবারি হয়ে উঠেছে। আশাকরি, তাঁর একাদশ কাব্যগ্রন্থ 'ছায়া কুশীলব' অমোঘ সত্যের কমণ্ডলু হয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষায় সফল হবে। কালজয়ী হবে।

কবি কখনো মিতভাষী, কখনো বা শূন্যতাকে বাজাতে থাকেন শব্দের বদলে। কবির হাতিয়ার তো শব্দ আর শব্দাতীত অনুক্ত কথার নীরব ধ্বনি, যা কাব্যালোচক বলবেন কবিতার গাঢ় গূঢ় ইঙ্গিত- ইশারা। কবি তাকিয়ে আছেন ফেলে আসা জীবনপথের আলোছায়ার দিকে, ভয়ের কালো থাবা আর ভয় কাটানোর বীজমন্ত্রের দিকে, কবির ভালোবাসার প্রাণপ্রতিমা আর ভালোলাগা স্মৃতিমঞ্জুষার দীর্ঘ সরণির দিকে। সমাজে এত দৈনন্দিন ইচ্ছাকৃত ভুল, এত লোভ লালসার ইতিকথা, এত হিংসার কুরুক্ষেত্রে একটি সবল নেতিবাচক নীরবতাই তো জোরালো অসম্মতি। একজন প্রকৃত কবিই বলতে পারেন—

"কবিতা লিখি কবিতা ছড়াই...
আমার আর কিছু নাই আর কিছু নাই।"

কী কঠিন মগ্ন ব্রত উদযাপন! এটাই তো কবির পথ, নিজের কাছে করা প্রথম ও শেষ শপথ। কেবলি ভাববাদী দুনিয়ার বাসিন্দা নন কবি, তিনি চেনা পৃথিবীর ধুলোমাখা জীবন ও জীবনসংগ্রাম দেখেছেন। তাই অলক্ষ্য ঈশ্বর নয়, মানুষের প্রতিদিনের কর্মপ্রনোদনাই যে সভ্যতার চালিকাশক্তি, তাই তিনি ঘোষণা করেছেন—

"ঈশ্বর নয়, মানুষই মানুষের অন্নদাতা ঈশ্বর"

আবার বর্তমান সময়ের রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ণযেভাবে গ্রামের সহজ সরল জীবনযাপনকেও বিষাক্ত করে চলেছে তার প্রেক্ষিতে কবিপ্রাণে অবিরাম রক্তক্ষরণ। সব কবিই প্রেমিক, কেউ ভালো—

"প্রেমের কাছে নিঃস্ব ও নত হলে পাওয়া যায় সবকিছু।"

জীবনের উপসংহার পর্বে দাঁড়িয়ে কবির মনে পড়ে, একদা জীবনের অনিত্যতা জেনেও অচল ভালোবাসায় কবি নিজে মহানন্দে জীবনের মধু পান করেছেন এবং এই স্বীকারোক্তিটি আমাদের শক্তির উৎস—"আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিলাম"। কবি জীবনের সঙ্গে লতায় পাতায় জড়িয়ে ছিলেন, আবেগে আশ্লেষে।

দুই বাংলা মিলিত হোক
কারুলিপির বন্ধনে

ছায়া কুশীলব

বন্ধুবেশী কত না ছায়া কুশীলব শিয়রে আমার তোমার
প্রতিদিন আনচান করে
ছিনিয়ে নিতে চায় খেলার পুতুল বিরহ সময়ে।

প্রিয় ভালবাসার মানুষ
কাছ থেকে দূরে করে দিতে
কত না যোজনা করে তীর শরসন্ধানে।

ওহে ছায়া কুশীলব বন্ধুবেশী প্রিয় আপনার জন
যতই আলাপ করো আরোপ করো
ক্রুর বিক্রমে ঈর্ষণীয় প্রতিহিংসায় মতলবী হানায়
পারবে না যদুবংশে এক ফালি চির ধরাতে তুমি।

তোমার দুরভিসন্ধি সব বুঝে নিতে পারি
আমার সঙ্গে আছে তামাতুলসী সত্য অভ্রান্ত সনাতন
যতই না চেষ্টা করো ভুল বোঝাবুঝিতে
ছিঁড়ে যাক দুদণ্ড বাঁধন দীর্ঘ সময়ের জোট।

আমি পারি সব পেরেছি যাবৎ
তোমার দুরভিসন্ধি সকল মতলবী তীর
সব ফিরে যাবে তোমারই বুকে বিফল সংকেতে।

প ত্র সূ চি

ছায়া কুশীলব ১১
অন্তর্মুখী আমার আমি ১২
দু ছত্র লিখে দিলেই কি প্রেম ১৩
স্বপ্নের বসতে বাস যার ১৪
শুধু পরশ টুকু দিও ১৫
চিড় সম্পর্ক ছেড়ে আসাই ভাল ১৬
ভালোবাসার রথে চড়ে ১৭
একটাই জীবন ১৮
ছেড়ে যেও না আমায় ১৯
নিকটবর্তীতা ভেঙে ২০
সিধে ২১
রোদ সূর্য ডুবে গেলে ২২
ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে ২৩
সোনাজল ছুঁয়ে ২৪
জোড়া শালিখ দাওয়ায় চরে ২৫
দুঃখের নদী পেরুতে ২৬
শরীর এসেই পড়ে ২৭
মূর্ত মানুষ ভয় জানে না ২৮
একমুঠো উজ্জ্বল হাসি ২৯
আলো তুলে ধরো ৩০
হৃদয়ের খুব কাছাকাছি ৩১
এইই ভালোবাসা ৩২
কোথায় অর্জুন ৩৩
এই ছেলেটিও স্বপ্ন দেখে ৩৪
সব চিঠি গায়েব ৩৫
নোনা জলের মাছ ৩৬
একুশে ফেব্রুয়ারি ৩৭

৩৮ নদীর কাছে ছুটে যাই
৩৯ স্বপ্ন রাত ভোর করে
৪০ যখন জেনেছি প্রেম
৪১ কি ভেবে নিই
৪২ দোষ দেয় যত নিন্দুকে
৪৩ নদী ছাড়া তৃষ্ণা মেটে কই
৪৪ শরীর সে নদী হয়
৪৫ ছবি ধরে রাখি
৪৬ কার পদধ্বনি শুনি রোজ
৪৭ জেগে থাকে খিদে রাত
৪৮ সারল্যের মাটি খুঁজি
৪৯ রাত ভোর করে দিই
৫০ কুড়িয়ে আনি সুখ
৫১ প্রভু আলোর দৃষ্টি দাও
৫২ আমার প্রাণের ঈশ্বরী
৫৩ আমি তো জেনেছি প্রেম
৫৪ ছুঁয়ে যেতে মানা নেই
৫৫ রঙ আছে মন নেই
৫৬ দরিদ্র নরনারায়ণের সেবায়
৫৭ ধান শুকোয় রোদে
৫৮ লোকে কত কথা কয়
৫৯ জীবন এক শস্যের ক্ষেত
৬০ শূন্যতা
৬১ শুধু নির্দয় নির্দয়
৬২ লালনের দেখা ভার
৬৩ কে আর বুকে টানে
৬৪ একটু কেউ ভালোবাসার গল্প শোনাও